Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খন্ডনপূর্বক মোক্ষের তত্ত্বজ্ঞানমাত্রসাধনত্ব স্থাপন: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অবলম্বনে একটি সমীক্ষা

Dr. Shampa Roy

Assistant Professor, Department of Philosophy
University of Gour Banga
Malda, West Bengal

সারসংক্ষেপ

অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক ‘মোক্ষ’ পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। চার্বাক ও কর্মমীমাংসক ব্যতীত প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়েই মোক্ষের নিত্যত্ব হেতু তার পরমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু মোক্ষ লাভের উপায়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মোক্ষ লাভের উপায়রূপে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, মনঃসংযম এই চারটি উপায়ের আলোচনা বিভিন্ন শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যদিও মোক্ষ লাভের জন্য এই চারটি উপায়ের আবশ্যকতা প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়েই স্বীকার করা হয়, তথাপি উক্ত চারটি উপায়ের মধ্যে কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ অথবা জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ অথবা জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ এই বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ ও আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত ‘গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা’ অবলম্বনে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনপূর্বক তথা জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খন্ডনপূর্বক মোক্ষের তত্ত্বজ্ঞানমাত্রসাধনত্ব স্থাপন করা হয়েছে। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী হওয়ায় জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। তবে ফলাভিসন্ধিরহিতরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করা হলে কর্ম স্বতঃ ফল উৎপন্ন করবে না, আবার এই সকল কর্ম নিষ্ফলও নয়; বরং এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম চিত্তশুদ্ধিরই জনক হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে তবেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। সুতরাং, নিষ্কাম কর্মরূপ কর্মযোগ এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফলও ভিন্ন ভিন্ন, অধিকারীও ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুতঃপক্ষে, জ্ঞানযোগ থেকে যেমন নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় সেইরূপ কর্মযোগও যথাবিধ অনুষ্ঠিত হলে তা জ্ঞানোৎপত্তি পূর্বক নিঃশ্রেয়স প্রদান করে বলে কর্মযোগ থেকেও সেই নিঃশ্রেয়সরূপ একই ফল লাভ করা যায়। অতএব,

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা প্রাপ্ত ফল নিঃশ্রেয়স যেহেতু ভিন্ন নয়, সেহেতু তারা পরমার্থতঃ ভিন্ন নয়; পরমার্থ লাভের বিভিন্ন পথমাত্র।

মূলশব্দ: চিত্তশুদ্ধি, নিষ্কাম কর্ম, কাম্যকর্ম, জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়, তত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষ।

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল 'মোক্ষ'। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। চার্বাক ও কর্মমীমাংসক ব্যতীত আস্তিক ও নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষের পরম পুরুষার্থতা স্বীকার করেছেন। তবে, মোক্ষ লাভের উপায়কে কেন্দ্র করে দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মোক্ষ লাভের উপায়রূপে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, মনঃসংযম - এই চারটি উপায়ের আলোচনা বিভিন্ন শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। তবে যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দার্শনিকগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় তা হল - মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ কি? জ্ঞান, কর্ম অথবা জ্ঞান ও কর্মের সমুচিত অনুষ্ঠানই মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা অবলম্বনে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান পূর্বক জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ বিস্তৃতরূপে খন্ডিত হবে এবং সেই প্রসঙ্গে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনপূর্বক মোক্ষের তত্ত্বজ্ঞানমাত্রসাধনত্ব স্থাপন করা হবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা পূর্বক শ্রীভগবান অর্জুনকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপদেশ প্রদান করলে অর্জুনের আশঙ্কা হয় যে - যে ব্যক্তি স্বধর্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধ করে তার পাপের উদয় না হলেও, যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত সেই ব্যক্তি কি প্রকারে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে? কারণ, বিদ্বানব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার কর্মেরই নিষেধ করা হয়েছে। আবার এরূপও সম্ভব হয় না যে, 'আমি অকর্তা, অভোক্তা ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং আমি যুদ্ধ করে তার ফল ভোগ করব' - এই উভয় প্রকার জ্ঞান একই ব্যক্তির হতে পারে না। কারণ এরূপ স্বীকার করলে বিরোধ হবে। যেহেতু, যে ব্যক্তি নিজেকে অকর্তা, অভোক্তারূপে জেনেছে সেই ব্যক্তির পক্ষে আর এরূপ বোধ হওয়া সম্ভব হয় না যে, আমি যুদ্ধ করে ফল ভোগ করব, কারণ এই প্রকার ব্যবহারদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। বস্তুতঃপক্ষে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকার যেমন যুগপৎ একস্থানে থাকতে পারে না, সেইরূপ একই ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ এবং তদ্বিরুদ্ধ কর্মের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ কারণবশতঃ আপত্তি করা হয় যে, একই ব্যক্তি অর্জুনের প্রতি জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থে শ্রীভগবান বলেছেন – *"এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।"*[১] উক্ত শ্লোকস্থ 'সাংখ্য' শব্দের দ্বারা উপনিষদ প্রতিপাদ্য পুরুষ উল্লিখিত হয়েছে, অর্থাৎ ঔপনিষদ পুরুষ বিষয়ে যে বুদ্ধি বা জ্ঞান যা সকল প্রকার অনর্থ নিবৃত্তির হেতু অর্থাৎ যে জ্ঞানে সদ্যোমুক্তি বা সাক্ষাৎমুক্তি হয়, সেই আত্মজ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান বর্ণনান্তর শ্রীভগবান যে যোগবুদ্ধির উপদেশ প্রদান করেছেন তার তাৎপর্য হল, যে ব্যক্তির চিত্তের কলুষতাদি দোষবশত

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27
আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে এই চিত্তমলিনতাদি দোষ দূর করে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করার জন্য কর্মযোগেরই অনুষ্ঠান করতে হবে। আর যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তার সম্বন্ধে কর্মের বিধান করা হয় না। সুতরাং, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ যার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, তার প্রতি জ্ঞানের উপদেশ এবং যার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তার প্রতি কর্মের উপদেশ প্রদত্ত হওয়ায়, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় আশঙ্কা করে যে বিরোধের আশঙ্কা করা হয়েছিল তা যথাযথ নয়। যেহেতু জ্ঞান ও কর্ম যদি একইকালে একই পুরুষের অবলম্বনীয় বলে উপদেশ করা হত তাহলে উভয়ের সহাবস্থানবশতঃ বিরোধ হতে পারত। কিন্তু, এস্থলে তা অভিপ্রেত নয়। কারণ, জ্ঞান যার অবলম্বনীয় কর্ম তার পরিত্যজ্য, আবার কর্ম যার অনুষ্ঠেয় জ্ঞান তার অধিকার বহির্ভূত। সুতরাং, এরূপ হলে বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্মের অধিকারী বলে জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান না থাকায় বিরোধেরও কোন আশঙ্কা হয় না।

তবে, এস্থলে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন- *“অয়ম্ভাবঃ কর্ম্মনিমিত্তো জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ কর্ম্মণৈব ধর্ম্মাখ্যেনাপনেতুং শক্যতে ‘ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি’ ইতি শ্রুতেঃ।”*[২] অর্থাৎ, কর্মের জন্য জ্ঞানের যে প্রতিবন্ধকতা হয় তা ধর্ম অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট কর্মের দ্বারাই অপনীত হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তভাবে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করলে শুভাদৃষ্টরূপ ধর্ম জন্মে এবং সেই শুভাদৃষ্ট বশতঃই চিত্তদোষ দূরীভূত হয়। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হয়েছে- ‘ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি’ অর্থাৎ, ধর্মের দ্বারা পাপ দূর করবে। এস্থলে আচার্য মধুসূদন আরও বলেছেন যে, আত্মতত্ত্বশ্রবনাদিরূপ যে বিচার তার দ্বারা কর্ম্মাত্মকপ্রতিবন্ধকবিহীন যে ব্যক্তি তার অসম্ভাবনাদি প্রতিবন্ধক দৃষ্টাদ্বারে দূরীভূত হয়ে যায়, এই কারণে শ্রবণাদিরূপ বিচার কর্মবন্ধ নিরাকরণের জন্য উপদিষ্ট হতে পারে না। এইস্থলে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর বক্তব্যের তাৎপর্য হল, *“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”*[৩] - এই শাস্ত্রবাক্যে যে আত্মশ্রবণাদি বিহিত হয়েছে তার দ্বারা অসম্ভবনাদি নিবৃত্ত হয়, শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত অসম্ভাবনা দূর হয়, মননের দ্বার প্রমেয়গত অসম্ভাবনা অপনীত হয় এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনার বিনিবৃত্ত হয়ে থাকে- এই সকল হল শ্রবণাদি কার্যের দৃষ্ট ফল। কিন্তু চিত্তের অশুদ্ধিরূপ যে দোষ তা শ্রবণাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয় না, তার জন্য নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন। কারণ, নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠানের ফলে ধর্ম্ম নামক শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে চিত্তগত মালিন্য দূর হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান করেন না তার চিত্তদোষও দূরীভূত হয় না, ফলতঃ সেই ব্যক্তি শ্রবণাদির অধিকারী হতে না পারায় শ্রবণাদির দ্বারা সেই ব্যক্তির কর্মবন্ধরূপ চিত্তদোষও দূরীভূত হতে পারে না। কারণ, যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য উৎপন্ন করে তা অন্তরঙ্গ সাধনরূপে বিবেচিত হয় এবং যা পরম্পরাসম্বন্ধে কোন কার্য উৎপন্ন করে তা বহিরঙ্গ সাধানরূপে বিবেচিত হয়। শ্রবণাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানজনক বলে তা আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু কর্মযোগ চিত্তশুদ্ধিকে দ্বার করে আত্মজ্ঞানের জনক হওয়ায় তা বহিরঙ্গসাধন। অন্তরঙ্গ সাধনের যোগ্যতা লাভ করতে হলে তার আগে বহিরঙ্গ সাধনের অনুষ্ঠান কর্তব্য। এই কারণে জ্ঞানানধিকারী মুমুক্ষুব্যক্তির নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত হয়ে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়। অতএব অর্জুনের অন্তঃকরণের মালিন্য দূরীকরণার্থে কর্মরূপ বহিরঙ্গসাধনই অনুষ্ঠেয়। এই কারণেই শ্রীভগবান অর্জুনকে বহিরঙ্গসাধন কর্মাদির উপদেশ প্রদান করেছেন।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হয় যে, শ্রীভগবান যে যোগবুদ্ধির উপদেশ প্রদান করেছেন সেই যোগবুদ্ধি কী প্রকার? অর্থাৎ, এই যোগবুদ্ধির স্বরূপ কী প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান যা বলেছেন তা ব্যাখ্যার জন্য আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর গূঢ়ার্থদীপিকাটীকায় বিবিদিষাশ্রুতির উল্লেখ পূর্বক বলেছেন – *"ননু 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন' ইতি শ্রুত্যা বিবিদিষাং জ্ঞানং চোদ্দিশ্য সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন সর্বকর্মণাং বিনিয়োগাৎ তত্র চ অন্তঃকরণশুদ্ধেদ্বারত্বাৎ মাং প্রতি কর্মানুষ্ঠানং বিধীয়তে।"*[৪] এইরূপ সন্দর্ভের অভিপ্রায় এই যে, *'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।'*[৫] এই শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ এই আত্মাকে বেদানুবচনের দ্বারা অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনশনাদি তপস্যার দ্বারা জানতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, এই শ্রুতিতে বিবিদিষা বা আত্মতত্ত্ব বেদনের ইচ্ছা এবং জ্ঞান এই উভয়ের উদ্দেশ্যেই কর্মসকল বিহিত হয়েছে এবং তার জন্য আবার অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারস্বরূপ হয়েছে।

কিন্তু এস্থলে আপত্তি হতে পারে যে, যে সকল কর্ম বিবিদিষা ও জ্ঞানের উদ্দেশ্যে বিহিত হয়েছে সেই সকল কর্মানুষ্ঠানেও ফলক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। কারণ, শ্রুতিতে বলা হয়েছে – *"তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"*[৬] এই শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, এই ব্যবহার জগতে যেমন কর্মার্জিত ফল নষ্ট হয়ে যায় সেরূপ পরলোকেও যে পুণ্যফল সঞ্চিত হয় সেই ফলের বিনাশ হয়ে থাকে। অতএব, এই শ্রুতি দ্বারা জানা যায় যে, কর্মার্জিত পুণ্যফলেরও ক্ষয় হয়। আবার যজ্ঞাদি কর্ম জ্ঞানোদ্দেশ্যে এবং বিবিদিষার জন্য অনুষ্ঠিত হলে তা কাম্যকর্মরূপে গৃহীত হবে, এবং তাকে আবার সমস্ত অঙ্গকর্মগুলিকে উপসংহৃত করে অর্থাৎ সমবেত করে অনুষ্ঠান করতে হয়, অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের দ্বারা পূর্ণতা সম্পাদন পূর্বক কাম্যকর্ম সকল অনুষ্ঠেয়। কারণ যদি তাতে অনবধানবশতঃ যৎকিঞ্চিত অঙ্গেরও অনুষ্ঠান বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাহলে বৈগুণ্য অর্থাৎ অঙ্গহানি ঘটে থাকে। এছাড়াও 'যজ্ঞেন' ইত্যাদি বাক্যে যে সকল কর্ম বিহিত হয়েছে পুরুষের পূর্ণ আয়ুকাল শেষ হলেও একটি পুরুষ কর্তৃক সেই কর্মসকল সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অর্থাৎ, কোন বাক্তি যদি পূর্ণ পরমায়ু লাভ করে সে যদি যাবজ্জীবন বিহিত কর্মসকলের অনুষ্ঠান করতে থাকে তথাপি কর্তব্যকর্ম সকল এত অধিক যে সেই ব্যক্তির আয়ুশেষে সেই কর্মসকলের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। অতএব পূর্বে যে বলা হয়েছে, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করলে কর্মবন্ধরূপ আশয়াশুদ্ধি দূর হয়, তা সম্ভব হবে না। কারণ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা একজনের পক্ষে একজীবনে অসম্ভব। আবার যে কর্মসকল অনুষ্ঠান করবে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক এবং অনুষ্ঠানে ত্রুটি হলে আবার সম্পূর্ণ ফল লাভ হবে না। আর যদি বলা হয় যে, এতাদৃশ কর্মানুষ্ঠানের কোন ফল নেই, যেহেতু নিষ্কামভাবে তার অনুষ্ঠান করতে হয়, আর নিষ্কামভাবে যা অনুষ্ঠিত হয় তার কোন ফল ভোগ হয় না – এরূপ বলা সঙ্গত নয়। কারণ বিবিদিষাশ্রুতিতে স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে যে, বিবিদিষা ও জ্ঞান যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কর্মফলমাত্রই অনিত্য। অতএব, বিবিদিষাও কর্মফল হওয়ায় অনিত্য হবে এবং তার অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ যে ফল তাও অনিত্য হওয়ায় তা আর মোক্ষের উপযোগী হতে পারবে না। সুতরাং, কর্মযোগের দ্বারা কর্মবন্ধন পরিত্যাগ করতে পারবে - এরূপ কর্মযোগের ফল প্রত্যাশা করা যায় না।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

উক্ত প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে যে, কর্মফল একমাত্র ভোগের দ্বারা বিনাশযোগ্য, ভোগ ব্যতীত তার বিনাশ নেই। এই কারণেই বলা হয় যে, *“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।”*[৭] নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান করলে চিত্তের মলিনতারূপ পাপ দূর হয়; একেই চিত্তশুদ্ধি বলা হয়েছে। কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধি ভোগ্য পদার্থ না হওয়ার এর ক্ষয়ও হতে পারে না। অতএব এই নিষ্কামকর্মের ফল যে চিত্তশুদ্ধি তা পাপক্ষয় স্বরূপ হওয়ায় তাতে লোকশব্দবাচ্য ভোগ্যত্ব নেই। অর্থাৎ, পূর্বে ‘এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে’ এই শ্রুতিবাক্যে ‘লোক’ শব্দের দ্বারা যে ভোগ্যত্ব সূচীত হয়েছিল নিষ্কাম কর্মযোগের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। উক্ত শ্রুতিবাক্যে ‘লোক’ শব্দটির দ্বারা জানা যায় যে ‘লোক’ অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ভোগ্য ফলও অস্থায়ী, কিন্তু নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের ফল চিত্তগত পাপক্ষয়স্বরূপ হওয়ায় তা ভোগ্য নয় এবং এইরূপ কারণবশতঃ তা বিনাশশীলও নয়; অতএব এরূপ ফলের ক্ষয়ের সম্ভাবনাও থাকে না। আবার ‘যজ্ঞেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে বিবিদিষার কথা বলা হয়েছে তা কর্মফল হলেও তার দ্বারা বেদন পর্যন্ত অর্থাৎ জ্ঞান পর্যন্ত বিবিদিষাই বিবিক্ষিত। এইস্থলে তাৎপর্য হল, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বিবিদিষাকে দ্বার করে বেদন অর্থাৎ জ্ঞান পর্যন্ত ফল উৎপন্ন করে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে, এস্থলে কেবলমাত্র বিবিদিষাই নিষ্কামকর্মের ফল নয়, কিন্তু বেদন অর্থাৎ জ্ঞান পর্যন্ত যে ফল, বিবিদিষার ফলে যে বেদন উৎপন্ন হয়, তাই এস্থলে বিবিদিষা পদের বিবক্ষিত অর্থ। সেই বেদন আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল জন্মিয়ে থাকে বলে যতক্ষণ না অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল জন্মায় ততক্ষণ তার নাশ হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ, বেদন শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ এবং অবিদ্যা বিনাশই তার কার্য। এই কারণে যতক্ষণ না অবিদ্যার বিনাশ হয় ততক্ষণ তার ক্ষয়ও নেই। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মযোগে ফলের বিনাশ নেই। অতএব অজ্ঞাননিবৃত্তিই যদি জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয় এবং চিত্তশুদ্ধিরূপ দ্বার সহায়ে নিষ্কামকর্মই যদি পরম্পরায় জ্ঞানের কারণ হয় তবে ‘কর্মযোগের দ্বারা কর্মবন্ধন পরত্যাগ করতে পারবে’ এইরূপ কথনে অসামঞ্জস্যের অবকাশ থাকে না। তবে এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, “ *তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন*’ অর্থাৎ এই বেদবাক্যে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও অনশন পূর্বক তপস্যা – এগুলিকে যে আত্মবিবিদিষার বা আত্মবেদনের হেতু বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এগুলি কি সমুচ্চিতভাবে বিবিদিষার হেতু অথবা পৃথক্ পৃথকভাবে তাদের প্রত্যেকটিই হেতু।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, তারা প্রত্যেকেই পৃথকভাবে বিবিদিষা উৎপত্তির হেতু। তাদের প্রত্যকেরই উদ্দেশ্য বিবিদিষা ও বেদনের উৎপত্তি সাধন করা। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণের অশুদ্ধতা বিভিন্নপ্রকার হওয়ায় তার অপনয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এই কারণে কোন ব্যাক্তির ক্ষেত্রে বেদাধ্যয়নে চিত্তের অশুদ্ধি দূরীভূত হয়, কোন ব্যক্তির আবার যজ্ঞানুষ্ঠানে, কারও বা দান করে, কারও বা তপস্যা করে, আবার কারও ক্ষেত্রে এই সবগুলির অনুষ্ঠান করলে তবেই চিত্তগতদোষ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের তারতম্য হলেও সবগুলিই চিত্তশুদ্ধিরূপ একই ফল উৎপন্ন করে। আলোচ্যস্থলে ‘তমেতং’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যা বিহিত হয়েছে তাদের সকলেরই প্রয়োজন যে একই প্রকার তা উপপাদনের নিমিত্ত টীকাকার আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন – *“এতদুপপাদনায় তমেতমিতিবাক্যবিহিতানামেকার্থত্বমাহ ব্যবসায়েতি – হে ‘কুরুনন্দন’ ইহ শ্রেয়োমার্গে তমেতমিতিবাক্যে*

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27
'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব' চতুর্ণামাশ্রমাণাং সাধ্যা বিবক্ষিতা বেদানুবচনেনেত্যাদৌ তৃতীয়াবিভক্ত্যা প্রত্যেকং নিরপেক্ষসাধনত্ববোধনাৎ। ভিন্নার্থত্বে হি সমুচ্চয় স্যাৎ। একার্থত্বেঽপি দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিতিবৎ দ্বন্দ্বসমাসেন 'যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়েচ' ইতিবচ্চশব্দেন, ন তথাত্র কিঞ্চিত প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ।'[৮] - ইত্যাদি সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে, 'তমেতম্' ইত্যাদি বাক্যে যা বিহিত হয়েছে তদ্বিষয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এবং আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি চারটি আশ্রমের পক্ষেই একই প্রকারে সাধ্য; কারণ "বেদানুবচনেন, যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" - এই চারটিস্থলেই তৃতীয়া বিভক্তি শ্রুত হওয়ায় এদের প্রত্যেকেই যে ইতরনিরপেক্ষভাবে বিবিদিষাদি উৎপত্তির সাধন তা বোধিত হয়। যদি এগুলির প্রত্যেকের প্রয়োজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হত তাহলে এদের সমুচ্চয় সম্ভব হত। এতৎব্যতীত যদি এদের একার্থতা থাকত অর্থাৎ যদি 'দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞদ্বয়ের দ্বারা' এইস্থলে যেমন দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা সমুচ্চয় বোধিত হয় অথবা 'যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়েচ' অর্থাৎ 'অগ্নির উদ্দেশ্যে ও প্রজাপতির উদ্দেশ্যে' এইস্থলে 'চ' শব্দের দ্বারা যেমন সমুচ্চয় বোধিত হয়ে থাকে 'তমেতম্' ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু বেদানুবচন ও যজ্ঞাদির সমুচ্চয় বোধক তাদৃশ কোন প্রমাণ নেই। বস্তুতঃপক্ষে এস্থলে তাৎপর্য হল এই যে, কোন আশ্রমে থেকে তদুচিত কার্য করতে থাকলে যে বিবিদিষাদির উৎপত্তি হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, কারণ আশয়দোষ বিনষ্ট না হলে বিবিদিষা উৎপন্ন হতে পারে না। চিত্তের মলিনতা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থেকে বেদানুবচনের দ্বারা নষ্ট হতে পারে, গৃহাস্থাশ্রমে থেকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা, বানপ্রস্থাশ্রমে থেকে দানাদির দ্বারা, ভৈক্ষাশ্রমে থেকে কামানবাসনা ত্যাগরূপ অনশনাদিপূর্বক তপশ্চর্যাদির দ্বারাও বিনষ্ট হতে পারে। ফলতঃ বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা - এদের প্রত্যেকেই নিরপেক্ষভাবে চিত্তগত দোষ নাশ করতে সমর্থ। এই কারণে এগুলি কেবল মিলিত হলেই যে চিত্তগত দোষ নাশ করবে, এরূপ কল্পনা করা নিষ্প্রমাণক। কারণ এরূপ অর্থ এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বোধিত হয় না। তাছাড়া যে সকলস্থলে অনেক বিষয় সমুচ্চিত হয়ে একটি প্রয়োজন সাধিত করে সেক্ষেত্রে তাদের সমুচ্চয় বোধক প্রমাণ আছে। যেমন দর্শপৌর্ণমাস স্থলে দ্বন্দ্বসমাস ইত্যাদির প্রয়োগ রয়েছে, কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে তাদৃশ কোন প্রমাণ নেই। সেই হেতু এস্থলে বেদানুবচনাদি কর্মসকলের সমুচ্চিত অনুষ্ঠান স্বীকার করা যায় না।

এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, আত্মতত্ত্বানুশীলনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাংখ্য ও কর্মযোগ বিষয়ক বুদ্ধিতে যেমন জ্ঞানকান্ডাত্মক বেদই প্রমাণ সেরূপ কাম্যকর্মানুষ্ঠানকারী অব্যবসায়িগণের কর্মবিষয়ক বুদ্ধিতেও সেই বেদই প্রমাণ। অতএব বেদেই যখন কাম্যকর্মের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তখন যে সকল ব্যক্তি তদনুসারে কর্ম করে তাঁদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি না হবার কারণ কি? অর্থাৎ বেদের কর্মকান্ডে যে সকল কর্মের বিধান আছে সেগুলি কাম্যকর্ম এবং কাম্যকর্ম অপেক্ষা যদি নিষ্কাম কর্ম উৎকৃষ্ট হয় তবে বেদের প্রামাণ্যেরই হানি হবে। সুতরাং আর বলা যাবে না যে, কাম্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হবার কোন কারণ নেই।

এরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্পে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে – *"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।। কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ*

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27
সমাধৌ ন বিধীয়তে।।”[৯] অর্থাৎ, এস্থলে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, বেদের তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিত্ত কামনা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় তারা বেদর অর্থবাদের উপরই নির্ভর করে স্বর্গকেই পরমবস্তু বলে থাকেন, স্বর্গাতিরিক্ত অন্য কিছু অর্থাৎ মোক্ষরূপ যে কিছু আছে, তা স্বীকার করেন না। আর এইরূপে যার ফলে স্বর্গসুখভোগ এবং স্বর্গে আধিপত্য লাভ হয় তাদৃশ বহু ক্রিয়াবিশেষে বিস্তৃত জন্ম, কর্ম ও ফলপ্রদ - এই যে পুষ্পিত পলাশের ন্যায় আপাতরমনীয় বেদের কর্ম্মকান্ডময়ী বাণী তাকেই প্রকৃষ্ট অর্থাৎ, চরম বলে প্রচার করে, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ স্বর্গাধিপত্যে আসক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত সেই কর্ম্মকান্ডীয় বাণীর দ্বারা অভিভূত বলে তদের অন্তঃকরণে এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উদিত হয় না। উক্ত শ্লোকত্রয়ে বস্তুতঃপক্ষে কর্মবাদী মীমাংসকগণের অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। মীমাংসা কর্মবাদী সম্প্রদায়ের অভিমত হল এই যে, বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়া প্রতিপাদক নয় সেইগুলির স্বার্থে তাৎপর্য নেই এবং তাঁরা স্বর্গপ্রাপ্তিকেই পরম পুরুষার্থরূপে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু এরূপ অভিমত যে সঙ্গত নয় সে বিষয়ও উক্ত শ্লোকত্রয় থেকেই অবগত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন - *“যামিমাং বাচং প্রবদন্তি তয়া বাচাপহৃতচেতসামবিপশ্চিতাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন ভবতীত্যন্বয়ঃ। ‘ইমাম্’ অধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বেন প্রসিদ্ধাং ‘পুষ্পিতাং’ পুষ্পিতপলাশবদাপাতরমনীয়াং সাধ্যসাধনসম্বন্ধ প্রতিভানান্নিরতিশয়ফলাভাবাচ্চ...।”*[১০] ইত্যাদি সন্দর্ভে তিনি বলেছেন যে, যে সকল ব্যক্তির চিত্ত নানাবিধ কামনাজালে কলুষিত সেই সমস্ত অবিপশ্চিত বা অজ্ঞব্যক্তিগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হতে পারে না। ‘ইমাম্’ অর্থাৎ ‘স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ’ অর্থাৎ এই বেদধ্যয়নবিধির দ্বারা যা প্রসিদ্ধ তা হল, বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য অর্থাৎ সমগ্র বেদই পুরুষার্থ প্রতিপাদক, যার দ্বারা পুরুষের শ্রেয়লাভ হয় তাই বেদমধ্যে উপদিষ্ট হয়েছে। অপরদিকে বেদের কর্মকান্ড অনুসরণকারী ব্যক্তিদের অভিমত হল এই যে, বেদধ্যয়ন করে তার অর্থ অবগত হয়ে বেদের দ্বারা উপদিষ্ট কর্মকলাপের যথাবিধি অনুষ্ঠান করলেই শ্রেয়লাভ হবে। কিন্তু তা কুসুমিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় আপাত রমণীয়। কারণ এর দ্বারা সাধ্য যে স্বর্গাদি এবং তার সাধন যে যজ্ঞাদি তাদের সম্বন্ধ প্রতিভাত হয় এবং তাতে নিরতিশয় কোন ফল নেই। এইজন্য তা কুসুমিত পলাশের ন্যায় প্রথমে রমনীয় হলেও পরিশেষে রমনীয় নয়। যাঁরা এই স্বর্গাদিরূপ ফলকে পরমার্থরূপে স্বীকার করেন তাঁরা হলেন বেদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অজ্ঞ অপিবশ্চিত একদেশদর্শী ব্যক্তি। এই সকল ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকান্ডের অতিরিক্ত জ্ঞানকান্ড বলে কিছু আছে এবং তা যে কর্মফলের তুলনায় নিরতিশয় হতে পারে, তা স্বীকার করেন না। এই কর্মকান্ড অনুশীলনকারিগণের মতে, বেদ ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ কেবলমাত্র কর্মপ্রতিপাদক, কেবলমাত্র কর্মপ্রতিপাদন করাতেই বেদের তাৎপর্য্য। সুতরাং যে সমস্ত বাক্য কর্মপ্রতিপাদক নয় সেইগুলির স্বার্থে তাৎপর্য নেই। কিন্তু কর্মবোধক বাক্য সকলের অর্থাৎ বিধিবাক্যগুলির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সেই সকল বাক্যও নিজের প্রামাণ্য রক্ষা করে। এই কারণে তাঁরা মনে করেন যে, উপনিষদাদিতে যে আত্মতত্ত্ব, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় উপদিষ্ট হয়েছে সেগুলি অর্থবাদমাত্র।

সুতরাং, উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বেদোক্ত কর্মকান্ডের অন্তর্গত যজ্ঞাদিকর্মের যে স্বর্গাদিরূপ বহুবিধ ফলের কথা বলা হয়েছে, সেই সকল ভোগৈশ্বর্য্যর প্রতি যাদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয় তাঁদের কখন

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

যোগবুদ্ধির উদয় হয় না। ভোগকামনার দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয় বলে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, ফলতঃ চিত্তের স্থিরাবস্থা সম্ভব হয় না। সেই কারণেই যতদিন ভোগকামনায় চিত্ত ব্যাপৃত থাকে ততদিন পর্যন্ত কর্ম যোগে পরিণত হতে পারে না এবং এই কারণবশতঃই ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিরও উদয় হয় না। এই কারণেই শ্রীভগবান অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপদেশ প্রদান করেছেন। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন – *"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।"*[১১]

উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বেদোক্ত কর্মকান্ড ত্রিগুণাত্মক কাম্যফলসমূহের প্রতিপাদক। সেই কারণে শ্রীভগবান অর্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হবার উপদেশ দিয়েছেন। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভূত না হয়ে সর্বাবস্থায় সমভাবাপন্ন হওয়ায় কথা বলেছেন। সর্বদা সত্ত্বগুণকে আশ্রয়পূর্বক অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বা প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষায় যত্নশীল না হয়ে আত্মাকে লাভ করতে চেষ্টা করারই উপদেশ দিয়েছেন। তবে এস্থলে উল্লেখ্য যে, শ্রীভগবান যে নিস্ত্রৈগুণ্য হয়ে নিত্যসত্ত্বস্থ হবার উপদেশ দিয়েছেন সেক্ষেত্রে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' অর্থে ত্রিগুণের অতীত নয়, কারণ ত্রিগুণের অতীত হলে আর সত্ত্বস্থ হওয়া সম্ভব নয়। নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থে ত্রিগুণত্বের রোধ এবং 'নিত্যসত্ত্বস্থ' বলার তাৎপর্য্য হল এই যে, ত্রিগুণাতীত হয়ে কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করা। এরূপ স্বীকার না করে নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থে নির্গুণত্ব বোঝালে ভাব বিপর্যয় ঘটবে। অতএব কামনাই যখন ফলের কারণ তখন সেই কামনাকে পরিত্যাগ করলে, কর্মের স্বভাব নিবন্ধন কর্ম যে স্বতঃই ফল উৎপন্ন করবে, তা বলা যায় না। তবে সেই কর্মসকল যে নিষ্ফল তা নয়, কিন্তু তা থেকে চিত্তশুদ্ধি জন্মে থাকে। কাম্য ফলের বাসনায় বেদোক্ত কর্ম সম্পাদন করলে সংসারেই আবদ্ধ থাকতে হবে, জন্মমৃত্যুচক্রকে অতিক্রম করা যাবে না, ত্রিগুণময়ী সংসারের ঊর্দ্ধে উঠে পরমাত্মাকে লাভ করা যাবে না। অতএব যদি মোক্ষ লাভই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে কেবলমাত্র ত্রিগুণজাতভাব ও কর্মের অতীত হয়ে নিষ্কামভাবে এই সকল বৈদিক কর্মানুষ্ঠান করলেই চিত্তশুদ্ধি হবে এবং পরমাত্মাকে লাভ করা যাবে। যেহেতু কামনা না থাকায় ফলেরও অভাব হয়, এমন কী জন্ম-মরণরূপ এই সংসার থেকেও অব্যাহতি লাভ করা যায়, সেই কারণেই শ্রীভগবান অর্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' অর্থাৎ নিষ্কাম হবার উপদেশ দিয়েছেন।

অতএব গীতায় যে কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তা সংসার বুদ্ধি থেকে ভিন্ন। বেদের কর্মকান্ডে যে কর্মের বিধান রয়েছে তা সবই সকাম কর্ম। কিন্তু গীতায় যেভাবে কর্ম করার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তা সকামকর্ম থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন। কারণ এই কর্মযোগে যুক্ত হতে হলে দ্বন্দ্বাতীত এবং সর্বদা সত্ত্বগুণে আরূঢ় হতে হয়। কেননা প্রকৃতি পূর্ণ সাত্ত্বিকী না হলে কর্মযোগে যুক্ত হওয়া যায় না। আবার রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয় লাভ ও বিষয় রক্ষায় ব্যাপৃত থাকলেও এই যোগ লাভ করা যায় না। অতএব অনুক্ষণ আত্মচিন্তা ও ভগবদধ্যানে ব্যাপৃত থেকে লক্ষ্য স্থির করে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়ে কার্য সম্পাদন করলেই নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত হওয়া যায়।

কিন্তু এস্থলে আশঙ্কা হতে পারে যে, নিষ্কাম কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হলে যেহেতু কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না সেহেতু সাধারণ অজ্ঞব্যক্তির নিষ্কাম কর্মের প্রতি প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতু সাধারণ অজ্ঞব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রেরিত হয়েই কর্ম করে সেহেতু যদি ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27
হবে কেন?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় *“যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ”*[১২] - এইরূপ শ্লোকে উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এইস্থলে বলা হয়েছে যে, কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করলে যে সকল ক্ষুদ্রফল লাভ হয়, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা এই সমস্ত ক্ষুদ্রফল লাভ না হলেও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করলে অবিদ্যার বিনাশ পূর্বক ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ হলে ক্ষুদ্র সুখসমূহেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। অনন্তর প্রশ্ন হতে পারে যে, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ পূর্বক যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় তবে আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই চেষ্টা করা কর্তব্য। আত্মজ্ঞানের যা বহিরঙ্গ সাধন সেই কর্মসকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কী?

এইরূপ আপত্তির নিরসণার্থে শ্রীভগবান বলেছেন *“কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্তকর্ম্মণি।।”*[১৩] এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবান অর্জুনকে যে বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন সেই বুদ্ধিযোগই কর্ম প্রেরণার কারণ। অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত হলে ফলতৃষ্ণার জন্য কর্মে প্রবৃত্তি হবে না, আবার ফলাকাঙ্ক্ষা নেই বলে কর্মে অপ্রবৃত্তিও হবে না। কারণ কর্ম করতেই হবে যেহেতু কর্মের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। যাঁদের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির অযোগ্য তাঁদের কেবলমাত্র কর্মতেই অধিকার, কারণ কর্ম ত্যাগ করলে জ্ঞানলাভের উপযোগী চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হবে না, আবার ফলের জন্য কর্ম করলেও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না। সেই কারণে কর্ম করতেই হবে, তবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্বক সেই কর্ম করতে হবে।

বস্তুতঃপক্ষে, যে সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নি তাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠারূপ বেদান্তবাক্য বিচারাদিতে অনধিকারী, যেহেতু অশুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। আবার কর্ম করলে সেই কর্ম যাতে বন্ধনের কারণ না হয় সেহেতু কর্মের যে সকল স্বর্গাদি ফলের কথা বলা হয় সেই সকল ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করতে হবে। আর যেহেতু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে কর্ম আর ফলজনক হয় না, সেহেতু নিষ্কামভাবে কর্ম করলে কর্ম যেমন ফলের হেতু হয় না সেরূপ আবার কর্ম না করায় অর্থাৎ অকর্মেও প্রসক্তি হয় না। বরং এই নিষ্কাম কর্ম থেকেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে যা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক এবং এই তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। অতএব সাধারণভাবে কর্ম বন্ধনের কারণ হলেও এই কর্মই কীরূপে অনুষ্ঠিত হলে তা মোক্ষের সহায়ক হয় তা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেছেন *“যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।”*[১৪] অর্থাৎ যোগস্থ হয়ে ফলাভিলাষ এবং কতৃত্বাভিমান ত্যাগ করে, ফলসিদ্ধি ও ফলাসিদ্ধি উভয়ে সমভাব হয়ে কর্ম করতে হবে, এই সমভাবই যোগ নামে অভিহিত। অতএব সমত্বই বুদ্ধিযোগের প্রধান লক্ষণ। এই সমত্ববুদ্ধিযোগে আরূঢ় হলে ব্যক্তি পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়।। কারণ যে ব্যক্তি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করেন তাঁর সেই কর্মানুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, এই আত্মজ্ঞানের উদয়ে পাপ-পুণ্য সমস্তই দূরীভূত হয়। এই সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট যে কর্মযোগ তা কর্মস্বরূপ হলেও যেহেতু ঈশ্বরার্পিত চিত্তে তা অনুষ্ঠিত হয় সেহেতু সেই

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সকল কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে বন্ধনাভাবেরই কারণ হয়ে মোক্ষে পর্যবসিত হয়, এই কারণেই এই সকল কর্ম অন্যান্য কাম্যকর্ম থেকে ভিন্ন। শ্রীভগবান অর্জুনকে এইপ্রকার সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগে আরূঢ় হবার উপদেশ দিয়েছেন।

অনন্তর শ্রীভগবান এই বুদ্ধিযোগের উপযোগিতা প্রদর্শন পূর্বক কাম্যকর্ম অপেক্ষা এই বুদ্ধিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনার্থ বলেছেন - *"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।"*[১৫] এইস্থলে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ থেকে কর্ম অনেক অধম, অতএব তুমি বুদ্ধির শরণাপন্ন হও, যারা ফলের জন্য কর্ম করে তারা কৃপণ।' এইস্থলে অভিপ্রায় হল এই যে, শ্রীভগবান যে নিষ্কাম কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন সেক্ষেত্রে অর্জুনের মনে শঙ্কা উদয় হয় যে, যেহেতু কোন প্রয়োজনকে লক্ষ্য না করে অতিমন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও কর্মে প্রবৃত্ত হয় না সেহেতু প্রয়োজন ব্যতীত কর্ম করা অপেক্ষা সপ্রয়োজনে কর্ম করা উৎকৃষ্ট হওয়ায় ফলকামনায় কর্ম অনুষ্ঠান করাই অধিক শ্রেয়। অর্জুনের এরূপ আশঙ্কাকেই আচার্য মধুসূদন তার টীকামধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন - *"ননু কিং কর্মানুষ্ঠানং পুরুষার্থঃ যেন নিষ্ফলমেব সদা কর্তব্যং ইত্যুচ্যতে 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' ইতি ন্যায়াৎ তদ্বরং ফলকামনয়ৈব কর্মানুষ্ঠানমিতি চেন্ন ইত্যাহ দূরেণেতি।"*[১৬] 'কর্ম' অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিপূর্বক কৃতকর্ম যা জন্মমৃত্যুর কারণস্বরূপ সেই কর্ম, বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সাধনস্বরূপ যে নিষ্কাম কর্মযোগ তা থেকে 'দূরেণ' অর্থাৎ অতি বিপ্রকৃষ্টভাবে 'অবরম্' অর্থাৎ অধম। অতএব, ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম যা জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয় তা থেকে বুদ্ধিযোগ যা আত্মজ্ঞানের কারণ হয় তা অধিক উৎকৃষ্ট। এই কারণেই শ্রীভগবান অর্জুনকে বুদ্ধিযোগে প্রতিষ্ঠিত হবার উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বৃহদারণ্যক শ্রুতি উদ্ধার করে বলেছেন – *"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ"*[১৭] – এই শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি এই অক্ষর পরমতত্ব না জেনে এই লোক থেকে প্রয়াণ করে সে কৃপণ। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি যেমন অতিশয় দুঃখে ধন উপার্জন করে কেবলমাত্র যৎকিঞ্চিত ও তুচ্ছ ঐহিক সুখের জন্য, দানাদির দ্বারা যে মহৎ সুখ অনুভব হয় তা লাভে সমর্থ হয় না; সেইরূপ অতিশয় কষ্ট সহ্য করে কাম্যকর্ম সকলের অনুষ্ঠান করে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ফল লাভের আশায় সাধারণ ব্যক্তিরা পরমানন্দানুভব থেকে বঞ্চিত হয়। সেই কারণেই শ্রীভগবান অর্জুনকে ক্ষুদ্র ফল লাভের আশায় ব্যাপৃত না থেকে, বরং যা সকল প্রকার অনর্থের নিবৃত্তি সাধন করে থাকে সেই নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন।

এইরূপে উপরিউক্ত শ্লোকের দ্বারা কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধির প্রশস্ততা বর্ণিত হওয়ায় এইস্থলে আশঙ্কা হতে পারে যে, শ্রীভগবান অর্জুনকে একবার জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ প্রদান করে বলেছেন "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞান অনুসারে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলেছেন, আবার কর্মনিষ্ঠারও উপদেশ প্রদান করে বলেছেন - "যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদি সন্দর্ভ থেকে আরম্ভ করে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি পর্যন্ত সন্দর্ভে কর্মনিষ্ঠা বিষয়েও উপদেশ প্রদান করেছেন। ফলতঃ এস্থলে আশঙ্কা হয় যে, তবে কি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় মোক্ষের সাধন অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম মিলিতভাবে মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে? কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নয়, কারণ জ্ঞান ও কর্ম আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

হওয়ায়, এদের সমুচ্চয় সম্ভব হয় না। আবার জ্ঞান ও কর্মের এরূপ সমুচ্চয় স্বীকার না করলে পুনরায় আশঙ্কা হবে যে, একই ব্যক্তি যদি জ্ঞান ও কর্মের অধিকারী হতে না পারে তবে কী কারণে শ্রীভগবান একই ব্যক্তি অর্জুনের প্রতি জ্ঞান ও কর্ম উভেয়রই নির্দেশ দিয়েছেন? ফলতঃ একই ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের অধিকারী না হওয়ায় শ্রীভগবানের বচন অপ্রমাণ হয়ে যাবে, অথচ এরূপ কখনও স্বীকার করা যায় না যে ভগবান কোন অসঙ্গত কথা বলবেন।

উক্ত প্রকার সমস্যার সমাধানকল্পে শ্রীভগবান বলেছেন - *"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঘন! জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।"*[১৮] এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবান অধিকারী ভেদ নির্দেশ পূর্বক বলেছেন যে, দ্বিবিধ লোকের জন্য দ্বিবিধ নিষ্ঠার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানভূমি সমারূঢ় আত্মপর ব্যক্তি তাদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যারা অশুদ্ধান্তঃকরণ সেই সকল কর্মাধিকারিগণের জন্য কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা উভয় উপায়েই শ্রেয়ালভ করা যায়, তবে যাঁরা শুদ্ধান্তঃকরণ তাঁরাই সাংখ্যনির্দিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী এবং যারা অশুদ্ধান্তঃকরণ তাঁরাই কর্মনিষ্ঠার অধিকারী। এই কারণেই বলা যায় যে, শ্রীভগবান যে কর্মের কর্তব্যতার নির্দেশ দিয়েছেন তা কর্মাধিকারকে লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিযোগকে যে কর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলেছেন তা জ্ঞানাধিকারীকে লক্ষ্য করে, যেহেতু এক এক অধিকারীর পক্ষে এক একটি উপায় অবলম্বনীয়। সুতরাং, জ্ঞান ও কর্ম উভয় উপায়েই শ্রেয় লাভ করা যায়। তবে প্রস্তাবিতস্থলে অবশ্য উল্লেখ্য যে, যদিও জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা উভয়ই শ্রেয় লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে তথাপি যেহেতু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না, সেহেতু আত্মজ্ঞানের ভূমি প্রস্তুত করাতেই যে কর্ম সকলের সার্থকতা তা স্বীকার করতেই হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষে কর্মের কোন আবশ্যকতা থাকে না। তবে অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে অন্তঃকরণশুদ্ধি পূর্বক জ্ঞানোদয়ের জন্য কর্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। এবিষয়ে শ্রীভগবান বলেছেন *"সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"*[১৯] অর্থাৎ, 'হে পার্থ সমস্ত কর্ম নিরবশেষভাবে জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়ে যায়।' এইস্থলে তাৎপর্য এই যে, সমস্ত কর্মই জ্ঞানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তত্ত্বজ্ঞান লাভোদ্দেশ্যেই নিষ্কামভাবে কর্ম করা হয়। আবার সমস্ত কর্মের যে সন্ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগ তাও জ্ঞানেরই জন্য, কারণ শ্রুতিমধ্যে বলা হয়েছে যে, *"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"*[২০] ইত্যাদিস্থলে বলা হয়েছে, সন্ন্যাসিগণ এই আত্মলোক লাভের ইচ্ছায় সন্ন্যাস অবলম্বন করে। প্রথমতঃ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে অন্তঃকরণশুদ্ধি পূর্বক কঠোর বৈরাগ্যবশতঃ বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা দৃঢ় হলে শ্রবণ মননাদিরূপ বেদান্তবাক্য বিচারের দ্বারা সকল কর্মের ত্যাগ করা উচিত। অতএব বলা যায় যে, যতক্ষণ না বৈরাগ্য উদয় হয় ততক্ষণ অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে কর্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য। আর যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হবে তখন সেই ব্যক্তির শ্রবণাদিরূপ বেদান্তবাক্য বিচার পূর্বক জ্ঞানোৎপত্তির জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করা কর্তব্য। এইরূপে একই অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ উভয়ই অবস্থাভেদে বিহিত হয়েছে। অতএব, কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস উভয়ই জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বার করে মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

তত্ত্বজ্ঞান থেকেই সাক্ষাৎভাবে মুক্তি লাভ হয় এবং এই মোক্ষরূপ ফলের উৎপত্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কর্ম অপেক্ষিত নয়। তবে তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হলেও এই তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোন কোন যোগী জীবন্মুক্তির সুখ অনুভব করতে পারেন না। কারণ, তাঁদের মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় না হওয়ায় এবং চিত্তবিক্ষেপের কারণে দৃষ্ট দুঃখ অনুভব করতে হয়। এইরূপ যে যোগী তাঁদের অপরম যোগী বলা হয়। কারণ এই সকল যোগী যতক্ষণ দেহধারন করে থাকেন ততক্ষণ তাঁদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। তবে দেহপাত হলে অবশ্য তাঁরা কৈবল্যের অধীকারী হয়ে থাকেন। আর এই দুঃখ নিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তির সুখ অনুভব করতে হলে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় - এইগুলির যুগপৎ অভ্যাস করতে হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় - এইগুলি যাতে অক্রমে অর্থাৎ, যুগপৎ সাধিত হয় তার জন্য প্রযত্ন অবলম্বন করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হলেও প্রারব্ধকর্মের ফলভোগের জন্য যিনি জীবনধারণ করেন, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদিরূপ যে সকল চিত্তধর্ম আছে বাধিতানুবৃত্তি রূপেও সেগুলি বন্ধরূপে বিদ্যামান থাকে। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হওয়ায় তাঁর কাছে অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি সমস্তই বাধিত হয়ে যায়। সুতরাং, তাঁর আর বন্ধন থাকা যদিও সম্ভব নয়, তথাপি প্রারব্ধকর্মের ভোগ তাঁর থাকে, তাকেই বাধিতানুবৃত্তি বলা হয়। সুতরাং, সেইসময় কর্তৃত্ব, ভোক্তৃতাদিরূপ যে সমস্ত চিত্তধর্ম থাকে সেগুলিকেও বন্ধই বলতে হবে। অতএব বলা যায় যে, যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু জীবন্মুক্তি হয় নি, তিনি অপরমযোগী, আর যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে এবং জীবন্মুক্তও হয়েছে তিনি পরমযোগী। উভয় প্রকার যোগীরই অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্যসমূহ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হলেও যতদিন না তাদের প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ হয় ততদিন সেই কর্ম বলবৎ থাকে, কারণ সেই প্রারব্ধ কর্মের জন্যই তাঁদের দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত বিদ্যমান থাকে। আর সেই প্রারব্ধ কর্মের নাশ হলে বর্তমান দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় এবং তাঁর নতুন দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতের পুনরুৎপাদক আর কিছু থাকে না, অর্থাৎ, সঞ্চিত কর্মাদি না থাকায় তাঁদের আর নতুন ভোগায়তন-দেহেন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হতে পারে না। আর এরূপ অবস্থায় তাঁদের বিদেহ কৈবল্য লাভ হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতঃই অনুধাবন করা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান থেকেই সাক্ষাৎভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় কদাপি সম্ভব নয়। অতএব, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চিত অনুষ্ঠান মোক্ষ লাভের সহায়ক নয়। তবে কাম্যকর্ম জ্ঞানবিরোধী হলেও নিষ্কামকর্ম অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিতরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করা হলে কর্ম স্বতঃ ফল উৎপন্ন করবে না, আবার এই সকল কর্ম নিষ্ফলও নয়; বরং এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম চিত্তশুদ্ধিরই জনক হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে তবেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। বস্তুতঃপক্ষে, জ্ঞানযোগ থেকে যেমন মোক্ষ লাভ করা যায় সেইরূপ কর্মযোগও যথাবিধ অনুষ্ঠিত হলে জ্ঞানোৎপত্তি পূর্বক তা মোক্ষ লাভের সহায়ক হয়। অতএব, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা মোক্ষরূপ একই ফল প্রাপ্ত হয়। সেই কারণেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *“একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি”*[২১] অর্থাৎ, যিনি

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27
সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন দর্শন করেন তিনিই সম্যকদর্শী। এইস্থলে অভিপ্রায় এই যে, তত্ত্বদর্শীব্যক্তির পূর্বজন্মে নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় ইহজন্মে কর্মসন্ন্যাস পূর্বক আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; অপরদিকে কর্মযোগ অবলম্বনকারী ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান করেন তবে তার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বতঃই কর্মসন্ন্যাস গ্রহন করবেন এবং শ্রবণাদি পূর্বক বেদান্তবাক্য বিচার করবেন; এইরূপ করতে করতে ইহজন্ম অথবা ভবিষৎ জন্মে তাঁর জ্ঞানের উদয় হবে এবং তৎ হতে তিনিও মোক্ষ লাভ করবেন। অতএব, কর্মযোগ ও সন্ন্যাসের ফল যেহেতু এক সেহেতু 'সাংখ্য' অর্থাৎ সন্ন্যাস ও 'যোগ' অর্থাৎ কর্মযোগ – এই দুইটিকে যিনি একরূপে দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

তথ্যসূত্র

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনুদিত, নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পাদক), নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬, শ্লোক, ২/৩৯

২। গূঢ়ার্থদীপিকা, পৃঃ ২২৩-২২৪

৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি টীকা, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ২/৪/৫

৪। গূঢ়ার্থদীপিকা, পৃঃ ২২৫-২২৬

৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/২২

৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ, আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, দুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৯৮৪, ৮/১/৬

৭। গূঢ়ার্থদীপিকা, পৃঃ ২২৭

৮। গূঢ়ার্থদীপিকা, পৃঃ ২৩১-২৩২

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪২-৪৪

১০। গূঢ়ার্থদীপিকা, পৃঃ ২৩৪-২৩৫

১১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৫

১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৬

১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৭

১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৮

১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৯

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.27

১৬। গূঢ়ার্থদীপিকা, পৃঃ ২৪৭

১৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩/৮/১০

১৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩/৩

১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/৩৩

২০। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/২২

২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫/৫

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore